নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৮
নির্বাচনী ইশতেহার

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল
(বিএনপি)

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ভূমিকা

মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) তার যাত্রা শুরু করেছিল ১৯৭৮ সালের ০১ সেপ্টেম্বর এবং মাত্র ৬ মাসের মধ্যে ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি দেশের সকল দলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৩০০টি আসনের মধ্যে ২০৭টি আসনে বিজয়ী হয়েছিল। ঐ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়েছিল ৩৯টি আসনে।

চক্রান্তকারীদের হাতে ১৯৮১ সালের ৩০ মে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শাহাদাৎ বরণ করেন। এরপর বিএনপির মনোনীত প্রার্থী বিচারপতি আব্দুস সাত্তার বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন । কিন্তু মাত্র ৫ মাস পরেই এই নির্বাচিত সরকারকে একটি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করে লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ ক্ষমতা দখল করেন।
গণতন্ত্রের সেই সংকটকালে বিএনপি নেতারা সর্বসম্মতিক্রমে শহীদ জিয়াউর রহমানের উত্তরসূরি বেগম খালেদা জিয়াকে দলীয় প্রধানরূপে নির্বাচিত করেন।

এরপর শুরু হয় বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বাংলাদেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার জন্য বিএনপির দীর্ঘ নয় বছরের আন্দোলন। দেশব্যাপী এই আন্দোলন রূপান্তরিত হয় গণআন্দোলনে এবং বেগম খালেদা জিয়া আত্মপ্রকাশ করেন এই আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেত্রী রূপে। স্বৈরাচারী এরশাদের সাজানো তৃতীয় সংসদ নির্বাচন (৭ মে ১৯৮৬) এবং চতুর্থ সংসদ নির্বাচন (৩ মার্চ ১৯৮৮)

বিএনপি বর্জন করে। অবশেষে আপসহীন নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বলিষ্ঠ ও সাহসী নেতৃত্বের ফলে ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০ এরশাদ সরকারের পতন ঘটে।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আয়োজিত পঞ্চম সংসদ নির্বাচনে (২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১) বিএনপি অংশ নেয়। এই নির্বাচনে বিএনপি ১৪০টি আসনে বিজয়ী হয়। আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয় ৮৮টি আসনে। বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রীরূপে সরকার গঠন করেন। বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন এবং আন্দোলন ও নির্বাচনে অর্জিত সাফল্যের জন্য বিএনপি নেত্রী দেশে-বিদেশে ভূয়সী প্রশংসা পান।

এর পাঁচ বছর পর ষষ্ঠ নির্বাচনে (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬) বিএনপি প্রায় ২৭৮টি আসন। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশ নেয়নি। বেগম খালেদা জিয়া দ্বিতীয়বার দেশের প্রধানমন্ত্রী হন। তার নেতৃত্বে বিএনপি সরকার সংবিধান সংশোধন করে এবং সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা চালু করে।

বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান আয়োজিত সপ্তম সংসদ নির্বাচনে (১২ জুন ১৯৯৬) আওয়ামী লীগ ১৪৬টি আসনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। বিএনপি ১১৬টি আসন পেয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বিরোধী দল রূপে সংসদে যায় । কিন্তু পাঁচ বছর পরেই তারা আবার সরকার গঠনে সমর্থ হয়।

বিচারপতি লতিফুর রহমান আয়োজিত অষ্টম সংসদ নির্বাচনে (১ অক্টোবর ২০০১) বিএনপি ১৯৩টি আসনে বিজয়ী হয় আওয়ামী লীগ মাত্র ৬৩টি আসনে। বেগম খালেদা জিয়া তৃতীয়বার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৯১ থেকে শুরু করে ২০০১ পর্যন্ত মোট চারটি সংসদীয় নির্বাচনের মধ্যে তিনটিতেই বিজয়ী হয় বিএনপি। দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এসব নির্বাচনের প্রত্যেকটিতে ৫টি করে আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রত্যেকটিতে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়ে গণতান্ত্রিক বিশ্বের নির্বাচনের ইতিহাসে এক অসাধারণ রেকর্ড স্থাপন করেন।

পাঁচ বছর পর বিএনপি সরকারের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে প্রেসিডেন্ট ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ হন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান। কিন্তু নির্ধারিত ২২ জানুয়ারি ২০০৭-এর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ১১ জানুয়ারি ২০০৭-এ ঘটে যায় কথিত ওয়ান-ইলেভেনের সব ঘটনা। ইয়াজউদ্দিন আহম্মদ প্রেসিডেন্ট পদে থাকলেও জরুরি অবস্থার ছত্রছায়ায় নতুন তত্ত্বাবধায়ক

সরকার প্রধান হন ড. ফখরুদ্দীন আহমদ। কিন্তু তার তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যর্থ হয় সংবিধান মোতাবেক ৯০ দিনের মধ্যে সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করতে। বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলগুলো চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়ে।

বিশেষত বিএনপি পড়ে যায় তার অস্তিত্বের সংকটে। প্রথমে বিএনপির বহু নেতাকর্মীকে জেলবন্দি করা হয় ও তারপর তাদের বিরুদ্ধে বহু মিথ্যা ও বানোয়াট মামলা দায়ের করা হয়। এছাড়া নানা ধরনের হুমকি ও হয়রানির ফলে বিএনপির অনেক নেতাকর্মীকে আত্মগোপন করতে হয়। বিএনপির পার্টি অফিস তালাবদ্ধ করে দেয়া হয়। পার্টির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া, যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমান ও চেয়ারপারসনের কনিষ্ঠ পুত্র আরাফাত রহমানকে জেলবন্দি করা হয়। বিএনপির কিছু বিপথগামী নেতার মাধ্যমে বিএনপিকে বিভক্ত করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু প্রায় ছয় মাস গৃহ-অন্তরীণ ও এক বছর জেলবন্দি থাকা সত্ত্বেও বেগম খালেদা জিয়া অটল, অবিচল ও অনমনীয় থাকেন। কোন অন্যায় আপস প্রস্তাবে তিনি রাজি হননি। তাকে বিদেশে পাঠিয়ে দেয়ার সকল অপচেষ্টা তার দৃঢ়তার জন্য ব্যর্থ হয়ে যায়। তিনি ঘোষণা দেন দেশ ও দেশের মানুষকে ছেড়ে তিনি বিদেশে যাবেন না এবং মৃত্যু হলেও বাংলাদেশেই থাকবেন। বেগম খালেদা জিয়া আবার আবির্ভূত হন গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার শেষ আশার স্থল এবং আপসহীন নেত্রীরূপে। ধৈর্য, সাহসিকতা ও দেশপ্রেমের পরীক্ষায় তিনি আবার সফল হন।

বহু বিলম্বের পর বেগম খালেদা জিয়ার দৃঢ় অবস্থানের প্রেক্ষিতে অবশেষে নির্বাচন কমিশন ৪ দলের দাবি মেনে নবম সংসদ নির্বাচনের তারিখ ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ ধার্য করে এবং সরকার নির্বাচনের আগেই জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়। এরপর বিএনপির দলীয় প্রার্থীদের মনোনয়ন দেয়া হয়।

সরকার তার প্রতিশ্রুতি পূরণে বিলম্ব করায় চারদলীয় জোট ৮ ডিসেম্বর ঘোষণা দেয় যে, মনোনয়ন প্রত্যাহারের তারিখ ১১ ডিসেম্বরের আগেই জরুরি ক্ষমতা আধ্যাদেশ প্রত্যাহারের সুস্পষ্ট ঘোষণা না দিলে জোট নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিষয় পুনঃবিবেচনা করবে। ১০ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য জোটের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের বৈঠক চলাকালে সরকার জোটের দাবি মেনে ১৭ ডিসেম্বর থেকে জরুরি ক্ষমতা আধ্যাদেশ প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয় এবং চারদলীয় জোট ও জনগণের বিজয় সূচিত হয়। চারদলীয় জোট আশা করে যে, আসন্ন সংসদ নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য করার জন্য সরকার, নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মহল যথাযথ ভূমিকা পালন করবে।

বিএনপি বিশ্বাস করে, বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিজয়ের মাস ও পৌষালি দিনের এই নির্বাচনে মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমানের হাতে গড়া বিএনপির ধানের শীষ প্রতীকধারী প্রার্থীরাই ইনশাল্লাহ বিজয়ী হবে। কারণ তাদের পক্ষে রয়েছে এদেশের জাতীয়তাবাদী, গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক মানুষ–যা ঐতিহাসিকভাবেই প্রমাণিত।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৮
নির্বাচনী ইশতেহার

আল্লাহর মেহেরবানিতে দেশের জনগণের সমর্থনে আসন্ন নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল দেশ ও জনগণের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'দেশ বাঁচাও-মানুষ বাঁচাও' এই স্লোগানকে ধারণ করে ইনশাল্লাহ নিরলসভাবে কাজ করবে।

সাংবিধানিক-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, আইনের শাসন এবং জনগণের ইচ্ছার সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী বিএনপির কাছে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত মাতৃভূমির স্বাধীনতা এক পবিত্র আমানত। রক্তার্জিত গণতন্ত্র সুরক্ষায় আপসহীন বিএনপি জনগণকে সাথে নিয়ে প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

এই লক্ষ্যে যে কোন মূল্যে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, জনগণের জানমাল সুরক্ষা, দেশকে দুর্নীতির অভিশাপ থেকে মুক্ত করা, দারিদ্র্য বিমোচন, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ, জাতীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার, মানবসম্পদের উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্যসেবার

উন্নয়ন, যোগাযোগ ও অবকাঠামো সম্প্রসারণ, সুশাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, কার্যকর ও অংশগ্রহণমূলক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা, সকল শ্রেণি, পেশা, ধর্ম, বর্ণের মানুষের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধানের মত বিষয়গুলোকে বিএনপি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়।

আর এসব অর্জনের লক্ষ্যে বিএনপি মনে করে যে, একটি কার্যকর সংসদ, দায়িত্বশীল রাজনৈতিক পরিবেশ, রাষ্ট্র ও সামাজিক সকল শক্তির মধ্যে কার্যকর সমঝোতা, সক্ষম ও নিরপেক্ষ প্রশাসন, স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা, দূরদর্শী পররাষ্ট্রনীতি এবং যথার্থই গণমুখী প্রশাসন প্রয়োজন। কিন্তু এর কোনোটাই অর্জন খুব সহজ নয়, আবার অসম্ভবও নয়। দেশপ্রেম ও জনগণের প্রতি দায়িত্ববোধ আমাদেরকে এসব অর্জনে সফল করবে।

সেই আকাঙ্ক্ষা থেকে বিএনপি দেশ ও জনগণের স্বার্থে আগামী দিনে যা করা প্রয়োজন বলে মনে করে তাই করার প্রতিশ্রুতি নির্বচনী ইশতেহার হিসাবে ঘোষণা করছে–

১। দ্রব্যমূল্য:

একটি আধুনিক রাষ্ট্রে সরকারের দায়িত্ব শুধু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং গতানুগতিক প্রশাসন পরিচালনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার কথা নয়। রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও সামর্থ্যের সর্বোত্তম ব্যবহার, কার্যকর ব্যবস্থাপনা এবং দূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে জনগণের সামগ্রিক আশু ও স্থায়ী কল্যাণ সাধনও সরকারের অন্যতম দায়িত্ব।

দুর্ভাগ্যক্রমে গত প্রায় দুই বছর ধরে ক্ষমতাসীন একটি অনির্বাচিত সরকার জনগণকে অধিকারহীন করে রাখার পাশাপাশি রাষ্ট্রযন্ত্রকেও অকার্যকর করে ফেলেছে। জনবিচ্ছিন্ন এই সরকারের আমলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য বেড়েছে অস্বাভাবিক হারে। শুধু নির্দিষ্ট নিম্ন আয়ের শ্রমজীবী-কর্মজীবী মানুষ নয়, নিম্ন ও মধ্যবিত্ত জনগণও দ্রব্যমূল্যের অব্যাহত ঊর্ধ্বগতিতে দিশেহারা ও নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া, নতুন শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে না ওঠা, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়ার ফলে কর্মহীন, ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আয় উপার্জনহীন লাখো মানুষ আজ নিঃস্ব, অসহায় ও অভুক্ত অবস্থায় মানবেতর জীবনযাপন করছে। দেশ ও জনগণ এই দুরবস্থা থেকে মুক্তি চায়।

এ দেশের জনগণের পরীক্ষিত মিত্র বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেলে অন্যান্য খাতে ব্যয় কমিয়ে সর্বপ্রথম দেশের নিঃস্ব ও দরিদ্র জনগণের সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে–

ক) নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি রোধ এবং তা দ্রুত কমিয়ে আনার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নেবে।

খ) খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে এবং প্রয়োজনে ভতুর্কি দিয়ে কৃষিপণ্য উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস করে দ্রুত চাল, ডাল, আটা, তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের দাম কমিয়ে জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসবে।

গ) বন্ধ শিল্প চালু, দেশি-বিদেশি ব্যক্তি ও সমবায় খাতকে উৎসাহিত করে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড শুরুর মাধ্যমে বেকার জনগণের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে।

ঘ) দুস্থ, অসহায়, বৃদ্ধ ও কর্মহীন নারী-পুরুষদের জন্য দেশব্যাপী বিনামূল্যে খোলা বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী বিতরণের ব্যবস্থা নেবে।

ঙ) বন্যা, খরা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাবনা বিবেচনায় রেখে যথাসময়ে সারাদেশে খাদ্য মজুদের ব্যবস্থা করবে। এসব পণ্য আমদানি করা প্রয়োজন হলে যথাসময়ে তা আমদানি করার জন্য ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা ও সহায়তা দেয়া হবে। প্রয়োজনে সরকারি উদ্যোগে এসব সামগ্রী আমদানি করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির সম্ভাবনা দূর করা হবে।

চ) দরিদ্র পরিবারগুলোর আর্থিক সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য প্রত্যেকটি পরিবারের অন্তত একজন মানুষ যেন স্থায়ী কাজ পায় কিংবা স্বনিয়োজিত কর্মী হতে পারে সেজন্য একটি 'জাতীয় কর্মসংস্থান প্রকল্প' গ্রহণ করা হবে এবং এই প্রকল্প বাস্তবায়নে রাষ্ট্রীয় সহায়তা দানের পাশাপাশি দাতা গোষ্ঠী ও দেশি-বিদেশি এনজিওদের সম্পৃক্ত করা হবে।

২। আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং সন্ত্রাস দমন:

নির্বাচনের পর ক্ষমতাসীন হলে বিএনপি সরকার সবচেয়ে আগে আইন-শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠা এবং সন্ত্রাস দমনের কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। মানুষের প্রাণ, সম্পত্তি ও সম্ভ্রম রক্ষায়

বিএনপি আবারও সদা তৎপর থাকবে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসন আমলে দেশজুড়ে যে নিরাপত্তা ও শান্তি এসেছিল তার ধারাবাহিকতা বেগম খালেদা জিয়ার দুবারের শাসন আমলেও রক্ষা করা হয়েছিল। বিশেষত অপারেশন ক্লিন হার্ট এবং র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন বা র‌্যাব গঠনের মাধ্যমে সারা দেশে আইন-শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আগামীতে–

- সমাজের সকল স্তরে জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা, শান্তি ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনে প্রচলিত আইনের সংস্কার করা হবে এবং পুলিশ, বিডিআর, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সময়োপযোগী ও অধিকতর দক্ষ করে গড়ে তোলা হবে।

- হত্যা, সন্ত্রাস, এসিড ছোড়া, ধর্ষণ, নারী ও শিশু নির্যাতন, অপহরণ, চাঁদাবাজি ও ছিনতাই ইত্যাদি অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ও সন্ত্রাসীদের বিচার ও শাস্তি দ্রুত সম্পন্ন করা হবে।

- আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকেও আরো শক্তিশালী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, উন্নত সরঞ্জাম, আধুনিক অস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দিয়ে অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার উপযোগী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

- বিশেষত ধর্মের নামে কোন সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর উত্থান অংকুরেই দৃঢ়ভাবে দমন করতে বিএনপি সংকল্পবদ্ধ থাকবে। ধর্মের নামে নন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর নেতাদের গ্রেফতার ও বিচার সম্পন্ন করে জনমনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। নির্বাচিত হলে এবারও বিএনপি এদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে এবং সব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।

- সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিকভাবে সংশ্লিষ্ট সন্ত্রাসী কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে। যা শান্তিপ্রিয় বিশ্ববাসীর জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিএনপি সকল ধরনের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অতীতের মতই আগামীতেও কার্যকর ভূমিকা পালন করবে এবং কোন ধরনের সন্ত্রাসী কার্যক্রমকে প্রশ্রয় দেবে না। এই লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক সাহায্য ও সহযোগিতা নেয়া হবে।

৩। দুর্নীতি দমন:

সমাজের সব স্তরে এবং সব শ্রেণির মধ্যে দুর্নীতির প্রসার ঘটেছে। এ বিষয়ে দেশে ও বিদেশে ব্যাপক এবং অনেক ক্ষেত্রে অতি প্রচারণা হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ সৎ ও নৈতিক জীবন-যাপন করলেও, বিশেষত বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ অবস্থার পরিবর্তন আনতে হবে। সেই লক্ষ্যে-

- বিএনপি নির্বাচিত হলে দুর্নীতি দমনের এবং দুর্নীতির উৎসগুলো রুদ্ধ করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেবে।

- রাষ্ট্রীয় এবং রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সব প্রতিষ্ঠানের ক্রয়-বিক্রয় এবং কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের প্রয়াস অব্যাহত থাকবে। এসব ক্ষেত্রে যে কোন ধরনের অন্যায় প্রভাব বিস্তারের অপচেষ্টা নির্দয়ভাবে দমন করা হবে ।

- বিগত বিএনপি আমলে প্রতিষ্ঠিত দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা হবে।

- সাধারণ মানুষের মধ্যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য ব্যাপক প্রচারণা কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে এবং এ ব্যাপারে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, মিডিয়া ও জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হবে।

- নির্বাচনের পর শপথ গ্রহণের ৩০ দিনের মধ্যে সকল নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করতে হবে।

৪। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিল্প ও বাণিজ্য :

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও বিএনপি প্রায় সমার্থক। বিএনপি যখনই ক্ষমতায় গিয়েছে তখনই দেশের বিশাল অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে।

বিভিন্ন শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়া এবং বেসরকারি খাতকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা ও উৎসাহ দেয়াই বিএনপি অর্থনীতির দর্শন। তাই বিএনপির আমলেই রাষ্ট্রীয় খাতের পাশাপাশি বেসরকারিভাবে গার্মেন্টস, টেক্সটাইল, ব্যাংক, ইস্যুরেন্স, টেলিকম, শিপিংয়ের মতো বৃহৎ খাত সূচিত ও সমপ্রসারিত হয়েছে। রেডিমেড গার্মেন্টস, ঔষধ শিল্প, চামড়া, কৃষিনির্ভর শিল্প, হাঁস-

মুরগি, গবাদি পশু, মৎস্য চাষ, পল্লী বিদ্যুতায়ন, গৃহনির্মাণ, বিদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রভৃতি জাতীয় অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোকে বিএনপি সরকারই চিহ্নিত করেছে এবং এগুলোর উন্নয়ন ও অগ্রগতি বিএনপি আমলেই হয়েছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক নীতিমালা ও আইন-কানুন, যেমন পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, কম্পানি আইন ১৯৯৪, ব্যাংকিং অর্ডিন্যান্স, অর্থ পাচার নিরোধক আইন প্রভৃতি বিএনপি সরকার প্রণয়ন করেছে।

তাই বিএনপি ও চারদলীয় জোট সরকারের আমলে (২০০১-২০০৬) বাংলাদেশে যে বিরাট অর্থনৈতিক সাফল্য এসেছিল সেটা ছিল স্বদেশে অনেকের কাছে অভাবনীয় এবং বিদেশে অনেকের কাছে অপ্রত্যাশিত। বাংলাদেশের এই বিস্ময়কর সাফল্য নিয়ে বিদেশে অনেক লেখালেখিও হয়। বিশ্বের সর্বাধিক প্রভাবশালী সাপ্তাহিক টাইম ম্যাগাজিনে (১০ এপ্রিল, ২০০৬) তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ছবিসহ কভারস্টোরির শিরোনাম হয় রিবিল্ডিং বাংলাদেশ (বাংলাদেশ পুনর্গঠন) বিশ্বখ্যাত মার্চেন্ট ব্যাংকার গোল্ডম্যান স্যাকস-এর রিপোর্টে বিশ্বের এগারোটি দ্রুত অগ্রগতিসম্পন্ন উন্নয়নশীল দেশের অন্যতম রূপে বাংলাদেশ চিহ্নিত হয়। বিশ্বের প্রাচীনতম রবিবাসরীয় সংবাদপত্র দি অবজার্ভারে বেগম খালেদা জিয়াকে বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী নারীরূপে বর্ণনা করা হয়। ঐ পাঁচ বছরে যে অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জিত হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গড় হার ছিল বছরে ৫% এর বেশি এবং ২০০৬ সালে বিএনপি যখন ক্ষমতা ছেড়ে যায় তখন সেটা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৭%, যা অতীতের সব রেকর্ডকে ছাড়িয়ে যায়। এই সময়ের মধ্যে দারিদ্র্যের হারও কমে যায়। বিশ্বব্যাংকের একটি গবেষণার মতে, ১৯৯০-এ দারিদ্র্যের হার ছিল ৫৭%। ২০০০-এ সেটা কমে আসে ৪৯%-এ । অর্থাৎ, দশ বছরে দারিদ্র্য হ্রাস পায় ৮%। ২০০৫-এ দারিদ্র্যের হার আরো কমে গিয়ে হয় ৪০%। অর্থাৎ পাঁচ বছরে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমে প্রায় ৯%। বাংলাদেশ ২০০০-২০০৫ এই বছরগুলোর মধ্যে বার্ষিক দারিদ্র্য বিমোচনের এই হার ছিল দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে। আর তাই তখন বাংলাদেশকে বলা হচ্ছিল ইমার্জিং টাইগার–উদীয়মান ব্যাঘ্র। একই সময় বিশ্বব্যাংক মন্তব্য করেছিল, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হচ্ছে দৃঢ় ও স্থিতিশীলভাবে; কিন্তু সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি পায়নি।

- বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ওঠে ৩.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। যা ঐ সময় পর্যন্ত একটি নতুন রেকর্ড।

- মোট রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় শতকরা ১০.৬ ভাগ।

- বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ অনেক কমিয়ে আনা হয় ।

- আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধিজনিত খরচ মেটানো হয় নিজস্ব তহবিল থেকে। এজন্য অর্থনীতির উপর কোন অস্বাভাবিক চাপ অনুভূত হয়নি অথবা বৈদেশিক সাহায্য নিতে হয়নি।

- শিল্প ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি ১০% এর বেশি হয়েছিল, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

- কৃষি ক্ষেত্রে ৪.৩৮% প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল। প্রতিবছরই লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি ফলন হয়েছিল।

- রফতানি ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি ছিল ২২% এবং তার হার ছিল ক্রমবর্ধমান।

- হাঁস-মুরগি, ছাগল ও গবাদিপশু পালন, মৎস্য চাষ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক সাফল্য অর্জিত হয়।

পুনঃনির্বাচিত হলে উৎপাদন ও উন্নয়নের রাজনীতিতে বিশ্বাসী বিএনপি সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই ধারাকে আরো বেগবান করবে সেই লক্ষ্যে–

- শিল্প, বাণিজ্য ও রফতানি প্রসারে পরিকল্পিত উদ্যোগ ও কার্যকর ব্যবস্থা নেবে।

- বিদ্যুৎ, কয়লা, গ্যাস ও জ্বালানি খাতে সংকট সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ নেবে।

- দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ, বিশেষ করে প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্বদেশে পুঁজি বিনিয়োগে উৎসাহিত করবে। এজন্য বিনিয়োগ জটিলতা দূর করবে। প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশের শিল্প ও বাণিজ্যে পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাড়তি সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে।

- বিদেশে বাংলাদেশি পণ্যের ভাবমূর্তি ও বাজার উন্নয়নে তৎপর হবে, শিল্প ও সার্ভিস খাতে কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নেবে। এই লক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক সকল সুবিধাসহ একটি স্থায়ী রফতানি পার্ক স্থাপন করে সেখানে দেশে উৎপাদিত পণ্যের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে পণ্য রফতানি এবং দেশীয় পণ্য বিদেশের বাজারে জনপ্রিয় করার মাধ্যম হবে এই রফতানি পার্ক। এর সাফল্যে শুধু রফতানি আয় বাড়বে না–দেশে বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে।

- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিকাশে বিশেষ জোর দেয়া হবে এবং এ ধরনের শিল্প উদ্যোক্তাদের সহজে ঋণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হবে ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেয়া হবে।

- ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত রাখার কর্মসূচি জোরদার করা হবে।

- মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ শর্তে কম সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

- প্রযুক্তি শাস্ত্রে (প্রকৌশল, চিকিৎসা, কৃষি ইত্যাদি) শিক্ষিত তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রত্যয়নপত্রের বিপরীতে অন্য কোন জামানত ব্যতীত প্রকল্পের অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হবে।

- ব্যাংকের বিভিন্ন লেনদেনে প্রয়োজনীয় নতুন সুযোগ-সুবিধা প্রবর্তন করা হবে এবং লেনদেনের পদ্ধতি সহজ করা হবে।

- রাজধানী ঢাকায় পাতাল রেল অথবা এলিভেটেড মনোরেল নির্মাণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

- ঢাকা-চট্টগ্রাম ফোর লেইন মোটরওয়ে নির্মাণের উদ্যোগ দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে।

- সারা দেশে ট্রেন চলাচল ব্যবস্থাকে সম্প্রসারণ, যাত্রীবান্ধব ও আধুনিকায়ন করা হবে।

- নৌপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনের জন্য সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

- ডিপসি পোর্ট বা গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপনে উদ্যোগ নেয়া হবে।

- এয়ার কার্গো বা আকাশপথে আমদানি-রফতানি ব্যবস্থার উন্নতি করা হবে।

- বিভিন্ন শিল্প ও অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রির জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সুনির্দিষ্ট জোন তৈরি করা হবে এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে শিল্পের বিকাশ সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া হবে। ফলে মফস্বল ও গ্রামীণ এলাকার মানুষদের আরো কর্মসংস্থান হবে। তাদের কাজের খোঁজে শহরে ছুটতে হবে না।

- লাখো শ্রমিক-বিশেষ করে বিপুল সংখ্যক নারী শ্রমিকের কর্মসংস্থানকারী এবং সর্বোচ্চ পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী গার্মেন্টস শিল্পকে নিত্যনতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে আরো সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতা ও আনুকূল্য প্রদান করা হবে।

- দেশীয় শিল্প রক্ষা বিশেষ করে পাট, বস্ত্র, চিনি, চামড়া, চা-শিল্প রক্ষা ও উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সকল কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

- বিভিন্ন পণ্যের আন্তর্জাতিক মান সুনিশ্চিত করার এবং ভেজাল দমন করার লক্ষ্যে বিএসটিআইকে আরো শক্তিশালী করা হবে।

- পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে পুঁজি বিনিয়োগের জন্য সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করা হবে এবং তাদের বিনিয়োগ যাতে সুরক্ষিত হয়, সেই লক্ষ্যে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের লোকবল, সামর্থ্য ও অবকাঠামোর উন্নয়ন করা হবে।

- বিএনপি সরকারের আমলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে উৎসাহিত হয়ে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ শুরু হয়েছিল। পরে এ বিনিয়োগ থেমে যায়। পুনঃনির্বাচিত বিএনপি সরকার আবারও বিদেশি পুঁজি আকৃষ্ট করবে এবং তার ফলে দেশে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়বে।

- পশ্চিমা বিশ্বের অর্থনীতিতে বর্তমানে যে বিশাল ধ্বংস নেমেছে তার প্রতিক্রিয়া আগামী বছরে বাংলাদেশে হতে পারে। এই সম্ভাব্য অর্থনৈতিক সংকট জরুরি ভিত্তিতে মোকাবেলা করার জন্য নির্বাচিত বিএনপি সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পরপরই একটি উচ্চক্ষমতাবিশিষ্ট পরামর্শক কমিটি গঠন করবে এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।

৫। বিদ্যুৎ ব্যবস্থা:

২০০১-২০০৬ সময়কালে সারা দেশে শিল্প ও কৃষি খাতে অর্জিত ব্যাপক উন্নয়নের ফলে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি শক্তির চাহিদাও অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু সেই পরিমাণে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি শক্তির উৎপাদন ও সরবরাহ বাড়েনি। আধুনিক জীবনযাত্রার ওপর ক্রমেই বেশি অভ্যস্ত জনসাধারণ নিরবছিন্ন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ও জ্বালানি শক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এই বাস্তবতার নিরিখে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি শক্তির ঘাটতি মেটানোর জন্য বিএনপি প্রথম থেকেই তৎপর হবে এবং সেই লক্ষ্যে–

- একটি স্বচ্ছ ও কার্যকর নীতি অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা দ্রুত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

- বিশ্ব ব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ও জাপান যেসব পাওয়ার প্লান্টের অনুমোদন দিয়েছে এবং যেসব পাওয়ার প্রকল্প পাইপলাইনে আছে সেসব নির্বাচিত বিএনপি সরকার বাস্তবায়িত করবে। সম্ভব হলে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া হবে।

- বিবিয়ানায় ৪৫০ মেগাওয়াট এবং সিরাজগঞ্জে ৪৫০ মেগাওয়াট দুটি বিদ্যুৎ প্রকল্পের পুনঃটেন্ডার কার্যক্রম বিএনপি সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার ১০০ দিনের মধ্যেই সমাপ্ত করবে।

- দেশের বিভিন্ন ব্যাংকের অর্থায়নে বেসরকারি ছোট প্লান্ট বা প্রাইভেট স্মল প্লান্ট (এসপিপি) প্রতিষ্ঠাকে নির্বাচিত বিএনপি সরকার আরো উৎসাহ দেবে।

- পানি, বায়ু ও সৌরশক্তি উৎপাদনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি চাহিদা পূরণের সব সম্ভাবনা পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

 বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

 শিল্প, কৃষি ও জীবনের সবক্ষেত্রে চাহিদা মোতাবেক বিদ্যুৎ ও জ্বালানি শক্তি উৎপাদন ও তার নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে।

৬। তেল, গ্যাস, কয়লা ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ:

 দেশের মজুদ গ্যাস ও কয়লা সম্পদ ভারসাম্যের ভিত্তিতে সতর্কভাবে ব্যবহার করা হবে এবং নতুন মজুদের অনুসন্ধান ত্বরান্বিত করা হবে।

 নির্বাচিত বিএনপি সরকার প্রথম ১০০ দিনের মধ্যেই জাতীয় স্বার্থে তেল, গ্যাস ও কয়লার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথার্থ অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে তাদের সুপারিশ অনুযায়ী জাতীয় জ্বালানি নীতি প্রণয়ন ও তার আলোকে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করবে। এই নীতি ও কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হবে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং তেল, গ্যাস ও কয়লা সম্পদের উত্তোলন ও উপযুক্ত ব্যবহার।

 বাংলাদেশের সমুদ্রসৈকতের বালুকণায় যে মূল্যবান খনিজদ্রব্য, যেমন–জিরকন, টাইটেনিয়াম ইত্যাদি পাওয়া গেছে এবং আমাদের সমুদ্রসীমার অভ্যন্তরে সাগরবক্ষে যেসব খনিজ সম্পদ পাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে, জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করে তার যথাযথ উত্তোলন এবং ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

 বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনকে আরো কার্যকর করা হবে।

৭। কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা:

বিএনপি ও চারদলীয় জোট সরকারের আমলে দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল অব্যাহতভাবে। আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্য ও জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রীর দাম ছিল স্থিতিশীল ও জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে। কিন্তু সম্প্রতি বর্তমান সরকারের সমর্থক বলে পরিচিত একটি ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী গত

দু’বছরে দেশে খাদ্যসামগ্রীসহ দ্রব্যাদির মূল্য বেড়েছে শতকরা ৯০ থেকে ২৭০ ভাগ। চাল, ডাল, ভোজ্যতেল, আটাসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রীর আকাশছোঁয়া মূল্যে অতিষ্ঠ নির্দিষ্ট নিম্ন আয়ের মানুষ জরুরি অবস্থার মধ্যেও রাজপথে মিছিল করেছে এবং ব্যর্থ সরকারের পদত্যাগ দাবি করেছে।

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং বেগম খালেদা জিয়ার শাসন আমলে দেশের মানুষ ১৯৭৪ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কথা ভুলে খাদ্য নিরাপত্তায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। গত দু’বছরে পুনরায় তাদের মনে যে আস্থাহীনতা সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করা এবং কৃষিপণ্যের উৎপাদন ব্যয় যথাসম্ভব হ্রাস করে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল ও দ্রুত কমিয়ে আনার লক্ষ্যে–

ক) কৃষি খাতের আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন নতুন প্রযুক্তি, গবেষণা ও গবেষণালব্ধ ফলাফলকে মাঠে প্রয়োগের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

খ) সব ধরনের কৃষিপণ্য উৎপাদনের হার ও পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গ) সব প্রান্তিক চাষিকে সাশ্রয়ী মূল্যে যথাসময়ে উন্নত জাতের বীজ, পর্যাপ্ত সার ও কীটনাশকের সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে।

ঘ) কৃষিজমিতে যথাসময়ে পর্যাপ্ত পানি সেচের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে পাম্প ও বিদ্যুৎ কিংবা জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে। এই লক্ষ্যে প্রান্তিক কৃষকদের সহজ শর্তে ঋণ সহায়তা এবং প্রয়োজনে ভর্তুকি দেয়া হবে।

ঙ) কৃষক যাতে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় এবং ভোক্তাগণকে যাতে অতিরিক্ত মূল্যে দ্রব্যাদি কিনতে বাধ্য হতে না হয়, সেই লক্ষ্যে দ্রুত পচনশীল কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ ও পরিবহন ব্যবস্থা এবং স্থানীয় পর্যায়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক গুদাম ও কোল্ডস্টোরেজ গড়ে তোলা হবে। সকল পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় ও পরিবহনে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কঠোর হস্তে দমন করা হবে ।

চ) দেশের যে অঞ্চলে যে কৃষিপণ্যের সর্বোচ্চ উৎপাদন হয়, সেই অঞ্চলে ঐসব পণ্য উৎপাদনে কৃষকদের উৎসাহিত করার এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হবে। একই

জমিতে একই সাথে কিংবা পাশাপাশি একাধিক কৃষিপণ্য উৎপাদনের উদ্যোগ নিয়ে একই সাথে কৃষকদের মুনাফা বৃদ্ধি এবং ভোক্তাদের জন্য কম মূল্যে কৃষিপণ্য সরবরাহের উদ্যোগ নেয়া হবে।

ছ) গ্রামাঞ্চল এবং ছোট শহরগুলোতে কৃষিভিত্তিক ছোট ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের ব্যবস্থা নিয়ে কৃষিপণ্যের ব্যবহার ও বাজারজাতকরণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি নতুন ও অধিকতর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

জ) কৃষিপণ্য বাজারজাত সহজতর করার জন্য দেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কৃষি মার্কেট গড়ে তোলা এবং কৃষিপণ্য রফতানিতে কৃষকদের সহায়তা করার জন্য প্যাকেজিং শিল্প প্রতিষ্ঠা ও রফতানি প্রক্রিয়ায় সহায়তা করা হবে।

ঝ) সার ও কীটনাশক ব্যবহারের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা করার জন্য কৃষক ও কৃষিশ্রমিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হবে এবং সর্বোপরি–

ঞ) খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রত্যয়ে জাতীয় অর্থনীতির অন্যতম নিয়ামক কৃষির অব্যাহত ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষিবিষয়ক সকল পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কৃষকদের মতামত গ্রহণ করা হবে এবং কৃষিজীবী জনগণকে তাদের প্রাপ্য মর্যাদা ও সম্মান দেয়া হবে।

ট) হাঁস-মুরগি, পশুপালন এবং মৎস্য চাষে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার আরো সম্প্রসারিত ও সহজলভ্য করা হবে।

৮। শিক্ষা :

বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তার দুই শাসন আমলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় উন্নতি বিশেষত নারী শিক্ষায় উন্নতির প্রতি জোর দিয়েছেন। তারই আমলে নারীরা ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে এবং পরীক্ষার সময়ে নকলের মহোৎসব বন্ধ হয়েছে। প্রাইমারি স্কুল পর্যায়ে ছেলে ও মেয়ে শিশু শিক্ষার হার সমান সমান হয়েছে–যা উপমহাদেশের আর কোথাও অর্জিত হয়নি। বিএনপির বিগত শাসন আমলে বেগম খালেদা জিয়ার উদ্যোগে নারীদের জন্য বিশেষ ইউনিভার্সিটি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন, স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল এবং সেটি নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়েছিল। এই ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষা নের কাজ এখন শুরু হয়েছে।

এত কিছুর পরও দেশের চলমান শিক্ষা ব্যবস্থায় অধিকাংশ ছাত্র এখনো সার্টিফিকেটমুখী আছে। দেশে ও বিদেশে কাজের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষা কার্যক্রম অনুসৃত হচ্ছে না। শিক্ষার মান বাড়ছে না। এই বাস্তবতার নিরিখে শিক্ষা ক্ষেত্রে আগামী পাঁচ বছরে বিএনপি যা অর্জন করতে চায় তার অন্যতম হলো–

ক) শিক্ষা ব্যবস্থাকে গণমুখী ও কর্মমুখী করার লক্ষ্যে দায়িত্ব গ্রহণের ১০০ দিনের মধ্যে যোগ্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে একটি পরামর্শক কমিটি গঠন করে তাদের পরামর্শ মোতাবেক সবার জন্য গণমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে।

খ) দেশের সকল নাগরিকের জন্য যথোপযুক্ত শিক্ষা লাভের দ্বার অবারিত করা হবে এবং আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে যাতে দেশের কোন মানুষ নিরক্ষর না থাকে এবং যাতে কোন শিশু শিক্ষাঙ্গনের বাইরে না থাকে তা নিশ্চিত করা হবে।

গ) সরকারি কিংবা প্রাইভেট, বাংলা কিংবা ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল এবং সকল ধরনের মাদ্রাসায় বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞানের পাশাপাশি কম্পিউটার শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। সকল ছাত্রছাত্রীকে স্ব-স্ব ধর্ম এবং নৈতিকতা শিক্ষার সুযোগ দেয়া হবে।

ঘ) সকল স্কুল, কলেজ মাদ্রাসায় কর্মমুখী শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করা এবং পর্যায়ক্রমে সকল প্রতিষ্ঠানে কারিগরি ও পেশাভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

ঙ) কারিগরি ও পেশাভিত্তিক সেবার মান বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং এ ধরনের শিক্ষা লাভের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে–যাতে নতুন বিষয়, নতুন শিল্প, নতুন টেকনোলজি এবং নতুন ধরনের উৎপাদনের জন্য দক্ষ ও যোগ্য কর্মীর অভাব না হয়।

চ) বিশেষ করে, যেসব পেশায় নারীগণ সম্মানজনকভাবে কাজ করতে পারেন সেসব পেশায় তাদের শিক্ষিত ও দক্ষ করার জন্য বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে।

ছ) নারী পেশাজীবী সৃষ্টির লক্ষ্যে আরো মহিলা পলিটেকনিক ইউনিভার্সিটি স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হবে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আরো মহিলা হোস্টেল নির্মাণ করে নারী পেশাজীবীদের আবাসন ব্যবস্থার উদ্যোগ নেয়া হবে।

জ) দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃত্তির ব্যবস্থা করা হবে, যাতে আর্থিক দীনতার কারণে কোন মেধাবী ছাত্রছাত্রী অকালে ঝরে না যায় কিংবা উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়।

ঝ) শিক্ষার মান যুগোপযোগী করা, নকল প্রতিরোধ ও সেশনজট নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ঞ) তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে দেশের সকল মহানগরে কিংবা তার পার্শ্ববর্তী কোন উপযুক্ত স্থানে হাইটেক সিটি স্থাপন করা হবে।

ট) ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানমুখী করার জন্য বিগত বিএনপি সরকারের আমলে ই-পার্ক বা এডুকেশন পার্ক প্রতিষ্ঠার যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল তা বাস্তবায়ন করা হবে।

ঠ) দেশের পার্বত্য জেলাগুলো এবং অন্যান্য স্থানে বসবাসরত উপজাতীয় ও আদিবাসীগণ যাতে তাদের নিজস্ব ভাষায় শিক্ষা লাভ করতে পারেন তার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ড) বিদেশে সম্মানজনক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে পরিবার তথা দেশের কল্যাণে যাতে নাগরিকগণ যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে পেশাজীবী গ্রহণকারী দেশগুলোর চাহিদা বিবেচনায় রেখে বিদেশে চাকরি করতে আগ্রহী নাগরিকগণকে সংশ্লিষ্ট পেশায় দক্ষ ও শিক্ষিত করে তোলার ব্যবস্থা নেয়া হবে। সেই লক্ষ্যে সম্ভাব্য কর্মপ্রত্যাশীগণকে সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষা, সংস্কৃতিও আইন-কানুন শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ঢ) একই কারণে এশিয়ান কালিনারি কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ নেবে। এই কলেজে রান্না, খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন, ফুড হাইজিন, পার্সোনাল হাইজিন, হোটেল রেস্টুরেন্ট বিষয়ক আইন ও বিধিমালা, ম্যানেজমেন্ট, প্রমোশন ও অ্যাকাউন্টস প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হবে। এর ফলে দেশের পর্যটন শিল্প এবং বিদেশের হোটেল-রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে।

ণ) দেশের সকল শিক্ষাঙ্গনে শান্তি ও সৌহার্দপূর্ণ শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ত) শিক্ষকগণের মর্যাদা সমুন্নত রাখা হবে এবং শিক্ষক কর্মচারীগণ যাতে সম্মানজনক জীবনযাপন করতে পারেন সেই লক্ষ্যে তাদের বেতন, ভাতা, সুযোগ-সুবিধা যথাসম্ভব বৃদ্ধি করা হবে।

থ) মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা ও উপবৃত্তি স্নাতক শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে।

দ) বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা বর্ধিত করা হবে।

ধ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখার লক্ষ্যে ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডি পুনর্গঠনের নীতিমালা তৈরি করা হবে।

৯। স্বাস্থ্য:

ক) সবার জন্য সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিএনপি সরকার যেসব পদক্ষেপ নেবে হবে তার অন্যতম হলো–

- দেশে উন্নত ও বিশেষায়িত চিকিৎসার সুযোগ বাড়ানো হবে, যাতে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে কাউকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য যেতে না হয়। এর জন্য প্রয়োজনে স্থানীয় চিকিৎসক, টেকনোলজিস্ট ও নার্সদের বিদেশে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম বিনা শুল্কে আমদানির সুযোগ দেয়া হবে।

- জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিকে আরো আধুনিক ও জনকল্যাণমুখী করা হবে।

- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি আরো নিবিড়ভাবে বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণ করা হবে।

- জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন কার্যক্রম বিশেষত গ্রাম অঞ্চলে বিশুদ্ধ ও আর্সেনিকমুক্ত খাবার পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা হবে।

- গ্রামাঞ্চলে স্বল্প খরচে স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা আরো সম্প্রসারণ করা হবে।
- ঢাকা এবং অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন ও পৌর এলাকায় বর্জ্য দূরীকরণ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

- সরকারি হসপিটালগুলোতে চিকিৎসার ব্যবস্থা উন্নত ও বেডের সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হবে।

- সারাদেশে জনগণের জন্য উন্নত চিকিৎসা সেবা আরো সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ হাসপাতাল এবং চিকিৎসা ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো হবে।

- উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে আরো এমবিবিএস ডাক্তার ও আরো সহায়ক জনবল নিয়োগ করা হবে এবং সেবার মান ও পরিধি বৃদ্ধি করা হবে।

- উপকূলীয় এলাকায় এবং চরাঞ্চলে সবার জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মোবাইল মেডিকেল ইউনিট চালু করা হবে।

- নার্সিং শিক্ষা এবং সেবা কার্যক্রমকে উন্নত করা হবে।

- এইডস রোগের বিপদ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে এই মরণব্যাধি থেকে জনগণকে রক্ষা করার কার্যক্রম জোরালো করা হবে।
- নেশা ও মাদকদ্রব্য ব্যবহারের ঝুঁকি ও পরিণাম সম্পর্কে মানুষকে সচেতন রাখার কর্মসূচি জোরদার করা হবে ।
- স্কুলে শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে।

খ) প্রতিবন্ধী বিষয়ক:

- শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা, সেবা ও শিক্ষাদান ব্যবস্থার উন্নতি করা হবে।

- ভাগ্যাহত প্রতিবন্ধী শিশুদের কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- বিশেষ ব্যবস্থাধীনে তাদের পুনর্বাসন, কর্মসংস্থান ও আনন্দদানের কর্মসূচি নেয়া হবে।

১০। বেকারদের জন্য কর্মসংস্থান :

সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হলে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাই যেহেতু অতীতের প্রতিটি বিএনপি শাসন আমলে দেশের প্রভূত অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটেছে সেহেতু তখন কর্মসংস্থানও বেড়েছে।

এবারও বিএনপি ক্ষমতাসীন হলে জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের পাশাপাশি কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দেবে। সেই লক্ষ্যে–

- গ্রামীণ অঞ্চলে কর্মসংস্থানের দিকে অধিক জোর দেবে। এজন্য গ্রামীণ অবকাঠামোর চলতি ও অসমাপ্ত কাজগুলো সমাপ্ত করায় অগ্রাধিকার দেবে।
- উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদনের জন্য যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে সেসব কাজ ক্ষমতা গ্রহণের দুই মাসের মধ্যেই শুরু করা হবে ।
- গ্রামীণ এলাকার রাস্তা, সেতু, বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণের অসমাপ্ত কাজগুলো ক্ষমতাসীন হবার দুই বছরের মধ্যে অবশ্যই সমাপ্ত করা হবে ।
- বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সৌহার্দ ও নতুন সমঝোতার ভিত্তিতে বিদেশে আরো কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নেয়া হবে। এর ফলে বিদেশ থেকে রেমিট্যান্স বৃদ্ধির পাশাপাশি স্বদেশে ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বাড়বে।

- বেসরকারি দেশি ও বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে সেসব সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হবে। বেসরকারি পুঁজি বিনিয়োগ বাড়লে নতুন কর্মসংস্থান হবে। বেসরকারি পুঁজি বিনিয়োগে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে অবকাঠামোগত দুর্বলতা দূর করা হবে । এ জন্য ঢাকা-চট্টগ্রামের মধ্যে সরাসরি সংযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের কর্মব্যবস্থার উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখা হবে।

- খুলনা ও বরিশাল এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পদ্মা সেতু নির্মাণ ও সংলগ্ন স্থানে স্পেশাল ইকোনমিক জোন সৃষ্টি করা হবে।
- বৃটেনসহ উত্তর ইউরোপের কয়েকটি দেশে বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট ব্যবসা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে সেখানে দক্ষ শ্রমিকের অভাব প্রকট হয়েছে। এই দ্রুত বর্ধনশীল

ব্যবসায়ে বাংলাদেশের শ্রমিকরা যেন সহজেই চাকরি পায় সেই লক্ষ্যে এশিয়ান কালিনারি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হবে–যেখানে রান্না, খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন এবং হোটেল রেস্টুরেন্টে প্রচলিত স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আইন ও বিধিমালা বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হবে।

- আমেরিকা, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানে কাজ করতে ইচ্ছুক শ্রমজীবীদের জন্য বিশেষত ইংরেজি, ইটালিয়ান, আরবি, মালয়, কোরিয়ান ও জাপানিজ ভাষা শিক্ষা এবং ঐসব ভাষায় ট্রেইনিং দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।
- বৃটেন ও মধ্যপ্রাচ্য নার্সের চাহিদা মেটানোর জন্য বাংলাদেশ থেকে দক্ষ পুরুষ ও মহিলা নার্স পাঠানোর বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হবে।
- কর্মসংস্থান ব্যাংকের কার্যক্রম জোরদার করা হবে এবং স্বনিয়োজিত শ্রমিক ও সমবায়ীদের অধিক হারে সহায়তা করা হবে। এ ব্যাপারে বেকার যুবক ও নারীগণ অগ্রাধিকার পাবেন।

১১। যোগাযোগ ব্যবস্থা:

বিএনপি ও চারদলীয় জোট সরকারের আমলে দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার যুগান্তকারী উন্নয়ন হয়। দেশের সবকটি প্রধান হাইওয়ের উন্নয়ন, বড় বড় নদীর ওপর ব্রিজ নির্মাণ, চট্টগ্রামে নিউমুরিং টার্মিনাল নির্মাণ, বাংলাদেশ রেলওয়ে আধুনিকায়ন, ভৈরবের কাছে মেঘনা সেতু নির্মাণ ও মুন্সীগঞ্জ ধলেশ্বরী সেতু নির্মাণ, কর্ণফুলী নদীর ওপর তৃতীয় সেতু নির্মাণ কাজে অগ্রগতি, পদ্মা সেতু নির্মাণে বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ও জাপানের অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রাপ্তি ও সম্ভাব্যতা-কাজের সমাপ্তি, চট্টগ্রাম ও সিলেট এয়ারপোর্টে নতুন দুটি টার্মিনাল বিল্ডিং নির্মাণ, এসবই হচ্ছে বিগত বিএনপি ও চারদলীয় জোট সরকারের পাঁচ বছরে যোগাযোগ খাতে উন্নয়নের রেকর্ড।

সাফল্যের এই ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে বিএনপি সরকার–

- সম্ভাব্যতা রিপোর্টের ভিত্তিতে ডিপ সি পোর্ট বা গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের লক্ষ্যে বেসরকারি বিনিয়োগে আকর্ষণের চেষ্টা করবে এবং এজন্য দাতাগোষ্ঠীর সাহায্য নেবে।

- চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের কার্যক্রম যেন কোন অবস্থাতেই বিঘ্নিত না হয় সে উদ্দেশ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীও অন্য সব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে একটি স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

- পদ্মা সেতু নির্মাণের চিন্তা বিগত জোট সরকারের আমলে শুরু হয়েছিল। এই সেতুর ডিজাইন তৈরির কাজ এখন চলছে। নির্বাচিত হলে বিএনপি সরকার এই সেতু নির্মাণ করবে। এর ফলে ফরিদপুর, খুলনা ও বরিশালের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ উপকৃত হবে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেটে উন্নত সংযোগ ব্যবস্থার ফলে দারিদ্র্য কমেছে। যমুনা সেতু নির্মাণের ফলে রাজশাহীতেও দারিদ্র্য কমেছে। আগামীতে পদ্মা সেতু নির্মাণের ফলে সংলগ্ন এলাকায় দারিদ্র্য কমবে এবং এ এলাকায় একটি স্পেশাল ইকোনমিক জোন প্রতিষ্ঠা করা হবে। ফলে এ এলাকায় কর্মসংস্থান বাড়বে।

- ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওয়েকে ফোর লেইন মোটরওয়েতে রূপান্তরিত করার কাজ দ্রুত সমাপ্ত করা হবে।

- রাজধানীসহ বড় শহরগুলোতে যানজট কমানোর লক্ষ্যে নতুন সড়ক, ফ্লাইওভার ও মনোরেল নির্মাণের কর্মসূচি নেয়া হবে। পরিবেশবান্ধব যানবাহনকে যথাসম্ভব উৎসাহিত করা হবে।

- স্থলপথের ওপর চাপ কমিয়ে আনার জন্য এবং বিশেষত কনটেইনার ও মাল পরিবহনের জন্য রেলওয়ে ব্যবস্থার সংস্কার ও আধুনিকায়ন করা হবে। সারা দেশে রেল যাতায়াত দ্রুততর ও আরামদায়ক করার কর্মসূচি নেয়া হবে।

- নদীপথে নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত ড্রেজিংসহ অন্যান্য ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং নৌপরিবহন ব্যবস্থা উন্নত ও নিরাপদ করার উদ্যোগ নেয়া হবে।
- বাংলাদেশ বিমানকে একটি লাভজনক ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের লক্ষ্যে বিদেশি এয়ারলাইন্সের সঙ্গে স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপের চেষ্টা করা হবে।

১২। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা:

দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশাসনকে জনগণের হাতের কাছে নিয়ে যাওয়া এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রশাসনকে ব্যাপকভাবে বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে।

- প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ ও প্রশাসনের সকল পর্যায়ের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের সুযোগ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে নিশ্চিতকরণের নীতিতে বিএনপি বিশ্বাসী এবং সেই অনুযায়ী সকল কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

 গ্রাম সারকার ব্যবস্থা ছিল শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের একটি যুগান্তকারী অবদান। স্থানীয় শাসনকে তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া এবং গ্রাম পর্যায়ে যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে বিএনপি সবসময়ই কাজ করেছে। এ লক্ষ্যে নির্বাচিত বিএনপি সরকার প্রচলিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব বহাল রেখেই প্রান্তিক জনগণের উন্নয়ন ও কল্যাণের লক্ষ্যে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ সম্প্রসারিত করবে। জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী ও কার্যকর করা হবে ।

১৩। পররাষ্ট্র নীতি ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা :

সংবিধান এবং মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ সমুন্নত রেখে 'সবার সাথে বন্ধুত্ব ও কারো সাথে বৈরিতা নয়' এই মনোভাব নিয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি অনুসৃত হবে।
রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব এবং দেশের স্থলসীমা, সমুদ্রসীমা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা সুরক্ষা, রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণসহ সকল বিষয়ে দেশ, জাতি ও জনগণের স্বার্থ রক্ষা করা হবে। প্রকৃতই বাংলাদেশে যে একটি অসাম্প্রদায়িক, উদারপন্থি ও সহিষ্ণু শান্তিপ্রিয় সমাজ বিরাজ করে আসছে সেই তথ্য কার্যকরভাবে প্রচার করা হবে। বাংলাদেশকে মৌলবাদী, উগ্রপন্থি, দুর্নীতিপরায়ণ ও সহিংস দেশ রূপে প্রচারের সব অপতৎপরতা শক্ত হাতে প্রতিহত করা হবে।

পররাষ্ট্র নীতির মূল বৈশিষ্ট্য হবে :

 অর্থনৈতিক উন্নতি ও বিকাশের লক্ষ্যে কূটনৈতিক তৎপরতা, আঞ্চলিক সহযোগিতা, মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্মানের ভিত্তিতে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সৌহার্দের সম্পর্ক বজায় রাখা।

 পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করা।

 মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, আমেরিকা, মালয়েশিয়া, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়াসহ বিভিন্ন দেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের স্বার্থরক্ষা ও মঙ্গল নিশ্চিত করতে ফলপ্রসূ কূটনীতি অনুসরণ করা এবং দৈনন্দিন সমস্যা সংকট নিরসনে তাদের সহায়তা করা।

 জাতিসংঘের ডাকে শান্তি রক্ষার কাজে বিশ্বের যে কোন স্থানে বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীসমূহের সদস্যদের পাঠানোর নীতি অব্যাহত রাখা।

- সার্ক, বিমসটেক, ওআইসি, কমলওয়েলথ প্রভৃতি সংস্থা ও জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিএনপি সরকার অবিচল থাকবে।

- প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে যেসব অমীমাংসিত ইস্যু আছে সেসব আলোচনা ও সমঝোতার ভিত্তিতে পারস্পরিক স্বার্থ ও সম্মান বজায় রেখে মীমাংসা করা হবে।

- বিভিন্ন দেশের ধর্মীয় আদর্শ ও সাংস্কৃতিক পরিচয় অক্ষুণ্ন রাখার এবং সন্ত্রাস দমন করার লক্ষ্যে সব আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় বিএনপি সরকার সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।

- ক্রমবর্ধিত বিশ্বায়নের ফলে ইনফরমেশন টেকনোলজিসহ যেসব সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে তা থেকে লাভবান হওয়ার এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা বা গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের ফলে জলবায়ু পরিবর্তনসহ যেসব বিপদ সৃষ্টি হচ্ছে তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নির্বাচিত বিএনপি সরকার আন্তর্জাতিক সকল প্রয়াসে অংশ নেবে।

১৪। প্রতিরক্ষা :

- মহান স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক দেশপ্রেমিক প্রতিরক্ষা বাহিনীকে আধুনিক ট্রেইনিং, টেকনোলজি ও সমরাস্ত্র দিয়ে আরো সংগঠিত ও শক্তিশালী করা হবে।

- জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের যোগ দেয়ার ক্ষেত্র আরো সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হবে।

- প্রতিরক্ষা বাহিনীতে নিয়োগ ও পদোন্নতির বিষয় বিবেচনা করা হবে মেধা, দক্ষতা, যোগ্যতা ও চারিত্রিক গুণাবলি এবং সিনিয়রিটির মাপকাঠিতে।

- প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের মুক্তিযুদ্ধ ও সংবিধানের আদর্শে উজ্জীবিত করা হবে এবং তাদেরকে সকল বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাখা হবে।

১৫। জাতীয় সংসদ :

সংসদ হবে জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। সংসদকে একটি কার্যকর এবং অর্থবহ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিএনপি নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে–

- জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলো সমাধানকল্পে সংসদে বিরোধী দলের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার নীতি অনুসরণ করা হবে।

- সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহ সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনের মধ্যেই গঠন করা হবে এবং বিরোধী দলের সংসদ সদস্যগণকেও স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান করা হবে।

- ইস্যুভিত্তিক ওয়াকআউট ছাড়া কোন দল বা জোট সংসদের সেশন বা বৈঠক বর্জন করতে পারবে না। কোন সংসদ সদস্য সংসদের অনুমোদন ছাড়া ৩০ দিনের অধিক অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্যপদ শূন্য হবে।

- যিনি স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার হিসেবে নির্বাচিত হবেন, তিনি তার দলীয় পদ থেকে সাথে সাথে ইস্তফা দেবেন এবং সেই দলের সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। বিরোধী দলের একজন মনোনীত সংসদ সদস্য ডেপুটি স্পিকার হবেন।
- নির্বাচনের পর সকল সংসদ সদস্য সরকার প্রদেয় সমস্ত সুযোগ-সুবিধা একইভাবে ভোগ করবেন এবং নির্বাচনী এলাকার জন্য সরকারের কোন ধরনের বরাদ্দে কোন বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করা হবে না।

- সংসদে বিরোধী দল যাতে একটি সম্মানজনক এবং কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে, সে জন্য সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

১৬। বিচার ব্যবস্থা এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা:

সহজে, কম খরচে দ্রুত বিচার করার জন্য এবং দেশের ঘুণে ধরা বিচার ব্যবস্থাকে গতিময় এবং জনগণের আস্থাশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে বিগত বিএনপি জোট সরকার এক ঐতিহাসিক সংস্কার কার্যক্রমের সূচনা করে। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা চালু করাসহ দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনে অনেক মৌলিক পরিবর্তন প্রবর্তন করে বিচার ব্যবস্থায় জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনা হয়। কিন্তু বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে কোন নতুন সংস্কার তো দূরের কথা, বিচারকার্যে তাদের নগ্ন হস্তক্ষেপের কারণে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ধ্বংস করে

দেয়া হয়। বিএনপি নির্বাচনে জয় লাভ করলে তাদের অনুসৃত পূর্বেকার সংস্কার কর্মসূচি অব্যাহত রাকবে এবং বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা সুদৃঢ় করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে–

- মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্ব রোধ এবং মামলার জট নিরসন করার জন্য দেওয়ানি এবং ফৌজদারি কার্যবিধিকে পুনর্বিন্যাস করা হবে।
- যেসব প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার কারণে বিচার বিভাগে দুর্নীতি সুযোগ সৃষ্টি হয়, কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে দুর্নীতির সেই সব সুযোগ নিশ্চিহ্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- বিচার প্রশাসন এবং মামলা ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে ডাটাবেজের ভিত্তিতে আমূল পরিবর্তন আনার কার্যক্রম জোরদার করা হবে।
- বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ ও পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের অধীনে একটি স্বতন্ত্র সচিবালয় স্থাপন করা হবে।

১৭। জনপ্রশাসন:

সংবিধানে বর্ণিত চার মূলনীতি যথা: সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার সমুন্নত রাখা হবে এবং সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুসংহত করা হবে।

- রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে নিয়োগ, পদোন্নতি পদায়নের মাপকাঠি হবে মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা।
- প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে এবং প্রশাসনকে সব ধরনের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখা হবে।

১৮। গৃহায়ন:

২০০১-এর নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী চারদলীয় জোট সরকার স্বল্প আয়ের মানুষদের জন্য কিছু আবাসন প্রকল্প গ্রহণ করেছিল এবং এগুলো সফলভাবে সমাপ্ত করেছিল। এছাড়া শহর এলাকায় সরকারি কর্মচারীদের আবাসন সুবিধা সম্প্রসারিত করেছিল। এরই ধারাবাহিকতায় নির্বাচিত বিএনপি সরকার আগামীতে :

- শহর ও গ্রামের স্বল্প আয়ের মানুষদের আবাসন সমস্যা সমাধানের জোরালো চেষ্টা করবে, যাতে তারা সীমিত আয়ের মধ্যেও একটি স্থায়ী ঠিকানা পেতে পারে।

- রিহ্যাব প্রতিযোগিতায় দেশের ছোট ও মাঝারি শহরে নতুন আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে।

- ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত বাংলাদেশে যাতে কেউ অপরিকল্পিত বা নিম্নমানের গৃহ নির্মাণ না করতে পারে সে জন্য সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

- গৃহহীন মানুষদের জন্য সরকারি পতিত ভূমিতে স্বল্প ব্যয়ে গৃহনির্মাণের ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং এ ব্যাপারে বেসরকারি খাত ও এনজিওদের সহায়তা নেয়া হবে।

১৯। নারী সমাজ ও শিশু :

দেশে নারী-পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান। নারীদের ক্ষমতায়ন ও মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএনপি চায় জীবনের সর্বক্ষেত্রেই নারীদের অবস্থান যেন আরো উন্নত হয়। নির্বাচিত হলে এ বিষয়ে বিএনপির কাজগুলো হবে:

- ব্যবসায়ে আগ্রহী ও স্বনিয়োজিত কর্মে নিয়োজিত নারীদের জন্য সহজ শর্তে ঋণ দেয়া এবং চাকরিতে নারীদের নিয়োগ ও পদোন্নতিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো।

- গ্রামীণ নারীদের জন্য মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, পরিবেশ, কৃষিকাজ, পশু পালন বিষয়ে বিভিন্ন ট্রেইনিং এর ব্যবস্থা করা।

- গ্রামীণ এলাকায় সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রামীণ যোগ্য নারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া।

- যৌতুকবিরোধী সামাজিক আন্দোলনকে সহায়তা দেয়া এবং এ বিষয়ে আইনগুলোকে আরো কঠোরভাবে প্রয়োগ করা।

- এসিড ছোড়া সংক্রান্ত আইন আরো দৃঢ়ভাবে বাস্তবায়ন করা। এসিড বিক্রির ওপর নিয়ন্ত্রণ আরো কঠোর করা।

 নারী ও শিশু পাচার রোধে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নেয়াসহ সব কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

 শিশুদের কোন ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত না করা।

 প্রসূতি মৃত্যুর হার কমিয়ে আনার জন্য বিগত বিএনপি সরকার কর্তৃক নেয়া সব ব্যবস্থা আরো জোরদার করা। মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার কমে যাওয়ার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য সব পদক্ষেপ নেয়া।

 শিশুদের জন্য সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি কার্যকরভাবে প্রয়োগ অব্যাহত রাখা।

 ঢাকাসহ দেশের প্রধান শহরগুলোতে বিভিন্ন স্থানে নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আলাদা পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা।

 জাতীয় সংসদসহ সকল পর্যায়ে নারীরা যাতে অধিক হারে নির্বাচিত হতে পারেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে তাদের অংশগ্রহণ যাতে বৃদ্ধি পায় তার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা।

২০। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি :

বিজ্ঞান ও ইনফরমেশন টেকনোলজি বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণাকে প্রাধান্য দেয়া হবে । স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও ইউনিভার্সিটিতে বিজ্ঞান ও ইনফরমেশন টেকনোলজি শিক্ষার কার্যক্রম সম্প্রসারিত ও উৎসাহিত করা হবে। ২০০১ সালে বিএনপি নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী ফাইবার অপটিক সাবমেরিন কেবল সংযোগের মাধ্যমে বাংলাদেশ এখন ইনফরমেশন হাইওয়েতে পৌঁছে গেছে।

 বিএনপি নির্বাচিত হলে রাজধানীর বাইরে একাধিক আইটি সিটি নির্মাণের উদ্যোগ নেবে। এসব আইটি সিটিতে নিয়োজিত কর্মীদের ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী করা হবে, যাতে তারা বিশ্বমানের কাজ করার জন্য যোগ্য হয় এবং এখানে বিনিয়োগকারী দেশি-বিদেশি কোম্পানিগুলোকে বিশেষ সুবিধা দেয়া হবে।

- আইটি সিটির পাশাপাশি ই-পার্ক বা এডুকেশন পার্ক তৈরি করা হবে। এখানে সায়েন্স, টেকনোলজি, আর্ট, কালচার ও মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সবাই পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবে। আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার লক্ষ্যে এটা হবে আরেক ধাপ অগ্রগতি।

২১। টেলিযোগাযোগ :

বিএনপি ও চারদলীয় জোট সরকারের সময়ে বাংলাদেশে টেলিকমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি হয়েছে। ২০০১-এ প্রায় ৫০ লাখ মোবাইল ফোনের সংখ্যা ২০০৬-এর শেষে প্রায় তিন কোটিতে ওঠে।

- এই উন্নয়নের ধারা নির্বাচিত বিএনপি সরকার বজায় রাখবে এবং টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থা আরো সহজলভ্য, গ্রাহকবান্ধব ও সম্প্রসারণ করা হবে।

- ইন্টারনেট সার্ভিস সারাদেশে বিস্তৃত ও সুলভ করা হবে।

২২। পানি নীতি ও মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ;

চারদলীয় জোট সরকারের আমলে গ্রামীণ এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃব্যবস্থা প্রবর্তনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। ফলে এখন শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ গ্রামবাসী বিশুদ্ধ খাবার পানি খেতে পারছেন এবং প্রায় সকলেই অল্প খরচে তৈরি স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃব্যবস্থা ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছেন।

আগামী নির্বাচনের পর ক্ষমতায় গেলে বিএনপি সরকার এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে এবং–

- জাতীয় পানি নীতির প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সংশোধন করে তাকে সময়োপযোগী করা হবে।

- গঙ্গাসহ সকল নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা পাওয়া নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

- জনস্বাস্থ্য বিভাগ ও এনজিওদের সাহায্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক টিউবওয়েল সরবরাহ করা হবে।

- প্রতিটি টিউবওয়েলের পানি যেন আর্সেনিকমুক্ত থাকে সে বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

- ঢাকাসহ সকল শহর ও পৌর এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণ বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

- দেশের সব বদ্ধ জলমহাল, খালবিল, নদীনালা, হাওর-বাঁওড় সংস্কার করে মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং প্রকৃত মৎস্যজীবীদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে জলমহাল বন্দোবস্ত দেয়া হবে।

- সমুদ্রে মৎস্য আহরণ আরো উৎসাহিত করে এবং মৎস্য শিকারিদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে জনগণের মাছের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বিদেশে মাছ রফতানি বৃদ্ধির কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

২৩। ভূমিনীতি :

- জাতীয় ভূমিনীতি যুগোপযোগী করে ভূমির সুষ্ঠু ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

- খাসজমি বিতরণে ভূমিহীন, বিত্তহীন, বস্তিবাসী ও আশ্রয়হীনদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
- নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়ার ক্ষেত্রে বন্ধ শিল্পের অব্যবহৃত ভূমি ব্যবহারে উৎসাহিত করে চাষযোগ্য ভূমির ওপর চাপ কমানো হবে।

- সড়ক ও জনপথের দুই পার্শ্বের সরকারি জমি যথাসম্ভব অর্থনৈতিকভাবে ব্যবহার করার উদ্যোগ নেয়া হবে এবং এ ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী দুস্থ মুক্তিযোদ্ধা ও বিত্তহীন কৃষকদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

- সমুদ্র তীরবর্তী জলাভূমি এবং নদীতে জেগে ওঠা নতুন চরাঞ্চল অর্থনৈতিকভাবে সর্বোত্তম ব্যবহারের পরিকল্পনা নেয়া হবে।

২৪। সমবায় :

স্থানীয় সম্পদের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে গ্রামীণ জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সামগ্রিক উন্নয়ন ও তাদের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সমবায়কে একটি আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলা হবে। এই লক্ষ্যে–

- কৃষক সমবায়, শ্রমিক সমবায়, পেশাজীবী যথা– তাঁতি, মৎস্যজীবী, হস্তশিল্পী সমবায় এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সমবায়কে কমসুদে ঋণ, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য সুবিধা দেয়া হবে।

- গ্রামীণ পর্যায়ে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে গ্রামীণ কর্মীদের দ্বারা গঠিত সমবায় সমিতিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

- অনগ্রসর পেশাজীবীগণের কর্মসংস্থান ও কল্যাণে সমবায় পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

- উৎপাদক সমবায় এবং ভোক্তা সমবায়গুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সবার জন্য দ্রব্যাদির ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া হবে, যাতে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস পায়।

২৫ পরিবেশ :

বিএনপি ও চারদলীয় জোট সরকার তাদের শাসন আমলে পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার এবং দুই স্ট্রোক বেবিট্যাক্সি নিষিদ্ধকরণে, সারা দেশে বৃক্ষ রোপণ ও বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে এবং রাজধানী ও অন্য কিছু শহরের সৌন্দর্যবর্ধনে সাফল্য অর্জন করেছিল। এরই ধারাবাহিকতায় নির্বাচনের পর বিএনপি সরকার গঠন করলে যেসব কর্মসূচি নেবে তার মধ্যে থাকবে–

- বৃক্ষনিধন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে এবং সংরক্ষিত বনাঞ্চল বৃক্ষনিধনের জন্য শাস্তি বিধানের যে আইন আছে তা কড়াভাবে প্রয়োগ করা হবে।

- সকল সড়ক, জনপথ ও রেলপথের পাশে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি নেয়া হবে। সরকারি অফিস প্রাঙ্গণ ও সম্পত্তিতে আরো বেশি বৃক্ষ রোপণ করা হবে। উপকূল এলাকায় যে সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা হয়েছিল তা আরো বিস্তৃত করা হবে।

- নির্বিচারে পাহাড় কাটা ও ইটের ভাটায় জ্বালানি হিসেবে কাঠের ব্যবহার বন্ধ করা হবে।

 রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন নিরাপদ এবং শিল্পবর্জ্য বিজ্ঞানসম্মত নিষ্কাশনের দিকে প্রখর দৃষ্টি দেয়া হবে।

 যানবাহনে সিএনজি ব্যবহার উৎসাহিত ও সহজলভ্য করা হবে।

 শব্দদূষণ, বায়ুদূষণ ও পানিদূষণের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন যথাযথভাবে কার্যকর করা হবে এবং প্রয়োজনে কঠোরতর নতুন আইন করা হবে।

 পানিতে আর্সিনিক সমস্যা দূরীকরণের কর্মসূচি আরো জোরদার করা হবে।

২৬। যুবসমাজ :

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দেশের যুবশক্তিকে উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে নিয়োগের লক্ষ্যে যুব মন্ত্রণালয় গঠন করেছিলেন। তার প্রবর্তিত নীতি অনুসরণ করে–

 জাতীয় উন্নয়নে যুবশ্রেণীকে সম্পৃক্ত করার জন্য পরিকল্পিত উদ্যোগ নেয়া হবে।

 বেকার যুবশক্তিকে উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা দেয়া হবে।

 সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ড ও মাদকাশক্তির অভিশাপ থেকে দেশের যুবসমাজকে রক্ষা করার জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

 বিদেশে কাজ করতে আগ্রহী যুবকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য সহায়তা দেয়ার লক্ষ্যে যুব মন্ত্রণালয় সুনির্দিষ্ট কার্যকর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।

২৭। শ্রমিক সমাজ :

বিগত বিএনপি সরকারের আমলে শ্রম আইনের সংস্কার সাধন, শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন গঠন, বেতন ও মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন এবং গার্মেন্টস ও নৌযান শ্রমিকসহ ব্যক্তিখাতের শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণের মত উল্লেখযোগ্য নানা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে। শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে এবং জাতীয় অর্থনীতির অব্যাহত উন্নয়নের লক্ষ্যে সকল শিল্প/সার্ভিসে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য সুষ্ঠু ও উন্নত শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উৎসাহিত করা হবে। এই লক্ষ্যে–

- সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের জন্য বেতন ও মজুরি কমিশন গঠন করা হবে।

- প্রচলিত শ্রম আইনকে গণতান্ত্রিক ও যুগোপযোগী করা হবে এবং তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হবে।

- সব শ্রমিকের জন্য কর্মক্ষেত্র নিরাপত্তা এবং বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ, শোভন ও সম্মানজনক কর্মপরিবেশ এবং সমান কাজে সমান মজুরি নিশ্চিত করা হবে।

- শিশুশ্রম, বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

- সব শিল্পাঞ্চলে চিকিৎসা, শিক্ষা ও আবাসনের সুযোগ সম্প্রসারণ করা হবে।

- উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে এবং বর্ধিত উৎপাদনশীলতায় অর্জিত মুনাফার অংশ যেন শ্রমিকরা পায় তার ব্যবস্থা করা হবে।

- ব্যক্তিখাতের শ্রমিকরা যাতে ন্যায্য ও যথাসময়ে মজুরি পায় তার আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

২৮। প্রবাসীদের কল্যাণ:

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রবাসীদের বিশাল অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এবং তাদের কল্যাণে বিগত বিএনপি সরকার প্রবাসীদের কল্যাণে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় গঠন করে এবং প্রবাসীগণের কল্যাণে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে । আগামীতে এই মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড আরো সম্প্রসারণ করা হবে যাতে–

- বাংলাদেশি নাগরিকগণ কাজের জন্য বিদেশ যাওয়ার আগে, কর্মরতকালে এবং দেশে ফিরে কোনভাবেই কারো দ্বারা প্রতারিত, নির্যাতিত কিংবা বঞ্চিত না হন।

 প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিকগণ যাতে ন্যায্য মজুরি ও প্রাপ্য অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারেন, সেজন্য সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোকে প্রয়োজনীয় সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব দেয়া হবে, যাতে তারা দেশের কর্মজীবী নাগরিকদের সব সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয় ।

 প্রবাসী শ্রমিকদের কষ্ট লাঘব এবং কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য তাদের গ্রহণকারী দেশগুলোর সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করা হবে এবং চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

 প্রবাসীদের জন্য দেশে বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। সরকারি প্লট/বাড়ি ও দোকান ইত্যাদি বরাদ্দে তাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে এবং স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রবাসীদের সন্তানদের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন বরাদ্দের উদ্যোগ নেয়া হবে।

 প্রবাসীগণ দেশে ফেরার সময় বিমান বন্দরে যাতে কোন ধরনের হয়রানির শিকার না হন, তার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

 দেশে ফিরে প্রবাসীগণ যাতে তাদের অভিজ্ঞতা ও সামর্থ্য উৎপাদনশীল ও কর্মসংস্থানমূলক কাজে লাগাতে পারেন, সেজন্য প্রয়োজনীয় সরকারি সহায়তা ও সুযোগ প্রদান করা হবে।

 প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার করার ব্যবস্থা নেয়া হবে, যাতে দেশ পরিচালনায় তার সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারেন।

 জাতীয় উন্নয়নে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ করা হবে।

২৯। মানবাধিকার:

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দু'বছরে মানবাধিকার মারাত্মকভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। বিএনপি ক্ষমতায় গেলে–

 মানবাধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘের সর্বজনীন ঘোষণা বাস্তবায়ন করা হবে।

 নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত সব আন্তর্জাতিক সনদ বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা জোরদার করা হবে।

 মানবাধিকার কমিশনকে সুষ্ঠুভাবে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে।

 বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ বাতিল করা হবে।

৩০। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী:

বিশ্বায়নের প্রভাব এবং উৎপাদন যন্ত্রের আধুনিকায়নের ফলে শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে কেউ কেউ বেকার হয়ে যাচ্ছেন। অন্যদিকে দারিদ্র্যের কারণে এবং নদীর ভাঙনে অনেক মানুষ গৃহহীন-বিত্তহীন-ভূমিহীন হয়ে পড়েছেন। এসব ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষ এবং বৃদ্ধ অসহায়, দুস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য একটি কার্যকর নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলা হবে– যাতে প্রশিক্ষণ, পুনঃপ্রশিক্ষণের মাধ্যমে কিংবা ঋণ সহায়তা নিয়ে বেকারগণ উপার্জনশীল হতে পারেন এবং ভূমিহীন-বিত্তহীন মানুষরা বাঁচার অবলম্বন পায়। যুদ্ধাহত ও দুস্থ মুক্তিযোদ্ধা, দুস্থ এবং অসহায় বৃদ্ধ নর-নারী ও বিধবাদের ভাতা বৃদ্ধি করা হবে।

- দারিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য পর্যায়ক্রমে সবার জন্য স্বাস্থ্য বীমা চালু করা হবে।

- যাদের জীবন ধারনের উপযোগী কোন কাজের ব্যবস্থা করা যাবে না, তাদের জন্য পর্যায়ক্রমে বেকার ভাতা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হবে।
- গ্রামাঞ্চলে দুস্থ মহিলাদের জন্য ভিজিডি প্রকল্প এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্য কিংবা অর্থ কর্মসূচি জোরদার করা হবে।
- বিগত জোট সরকারের আমলে একটি প্রবীণবান্ধব নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছিল, আগামীতে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলে তা অনুমোদন ও বাস্তবায়ন করা হবে–যাতে দেশের প্রায় এক কোটি প্রবীণ ও অসহায় নারী-পুরুষ জীবনের শেষ দিনগুলোতে শান্তি, মর্যাদা ও নিরাপত্তা পায়।

৩১। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও উপজাতীয় জনগণসহ সব সম্প্রদায়ে অধিকার সংরক্ষণ:

- বিএনপি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গভীরতর করা এবং সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষের সমান অধিকার নিষ্ঠার সাথে রক্ষা করার নীতিতে অবিচল থাকবে এবং জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সব নাগরিকের সংবিধানে প্রদত্ত ধর্ম-কর্মের অধিকার ও সব সম্প্রদায়ের মানুষের জীবন, সম্ভ্রম ও সম্পদের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করা হবে।

- হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম আরো সম্প্রসারণ করা হবে এবং এসব ট্রাস্টের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হবে।

- সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের সকল অপচেষ্টা কঠোরভাবে দমন করা হবে।

- অনগ্রসর পাহাড়ি ও উপজাতীয় জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা এবং তাদের জন্য চাকরি ও শিক্ষাসহ সকল রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বজায় রেখে জাতীয় উন্নয়নের ধারায় অধিকতর সম্পৃক্ত করা হবে।

- পার্বত্য অঞ্চলের জীবন ও জীবিকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সব ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- অনগ্রসর তফসিল সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিগত বিএনপি সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত উপবৃত্তি কার্যক্রম আরো বৃদ্ধি করা হবে।

৩২। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক

বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ এবং সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে সংস্কৃতির সুষ্ঠু বিকাশের কাজে বিএনপি নির্বাচিত হলে আবারও তৎপর থাকবে এই লক্ষ্যে–

- দেশীয় সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধন এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে উৎসাহ ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের মাধ্যমে সব ধরনের অপসংস্কৃতি রোধ করা হবে।

- শিল্পী-সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদের প্রতিভা বিকাশের জন্য কার্যকর সুযোগ সৃষ্টি করা হবে এবং তাদের বিশেষ রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও আনুকূল্য প্রদান করা হবে।

- বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকাশের জন্য বাংলা একাডেমি ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির কর্মকাণ্ড আরো সম্প্রসারণ করা হবে।

- পাহাড়ি উপজাতি ও আদিবাসী জনগণের সংস্কৃতিতে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র ও একাডেমিগুলোর আরো উন্নতি করা হবে।

- রাজধানী ঢাকায় এবং জেলা শহরগুলোতে পর্যায়ক্রমে বার্ষিক মুভি ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করা হবে।
- দেশের বিখ্যাত নাট্য দলগুলোকে জেলা উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠানে উৎসাহিত ও পৃষ্ঠপোষকতা করা হবে।

৩৩। পর্যটন :

প্রত্যাশা অনুযায়ী বাংলাদেশে পর্যটন শিল্প বিকাশ লাভ করেনি। বিনোদনের অভাব বিদেশি পর্যটকদের বাংলাদেশবিমুখ রেখেছে। অথচ পর্যটন শিল্প বিকাশ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বড় অবদান রাখতে পারে। এটা সম্ভব করার জন্য বিএনপি নির্বাচিত হলে দেশ-বিদেশের নাগরিকদের বাংলাদেশে পর্যটনে উৎসাহিত করার জন্য–

- বাংলাদেশে অবস্থিত হিন্দু ও বৌদ্ধদের পুণ্যস্থানগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা উন্নততর করবে এবং এর ফলে প্রতিবেশী হিন্দু ও বৌদ্ধপ্রধান দেশগুলো থেকে পর্যটক আসবে।

- দেশের উত্তরে বগুড়ায় লখিন্দর-বেহুলার উপকথা বিদেশে প্রচারের ব্যবস্থা করা হবে। প্রতিবছর বগুড়ায় লখিন্দর-বেহুলার স্মৃতিচারণমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। এর ফলে বগুড়া শহর একটি বড় পর্যটন কেন্দ্রে রূপান্তরিত হবে।

- দেশের পশ্চিমে কুষ্টিয়ায় লালনের মাজারে লালন সঙ্গীতচর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করা হবে এবং সেখানে প্রতিবছর বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হবে–যা বিপুলসংখ্যক পর্যটককে আকৃষ্ট করবে।

- লালনের মাজার, শাহজাদপুর ও শিলাইদহের কুঠিবাড়ি, দিনাজপুরে কান্তজীর মন্দির ও রামসাগর, কুমিল্লার লালমাই ও ময়নামতি এবং যশোরের সাগরদাড়ীতে অল্প খরচে সাংস্কৃতিক ট্যুরের ব্যবস্থা করা হবে।

- সিলেটে হজরত শাহজালাল (রহ.) এর দরগাহ শরিফ, চা বাগান ও জাফলং এলাকার সৌন্দর্য দেখার জন্য অল্প খরচে প্যাকেজ ট্যুরের ব্যবস্থা করা হবে।

- চট্টগ্রাম শহরের ফয়েস লেকের ওপরে ব্যক্তিগত মালিকানায় ক্যাবল কার নির্মাণের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

 রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবন, কক্সবাজার সমুদ্রতীর, কুয়াকাটা ও সেন্টমার্টিন দ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অক্ষুণ্ন রাখার ব্যবস্থা করা হবে। এসব স্থানের সৌন্দর্য দেখার জন্য অল্প খরচে প্যাকেজ ট্যুর এবং স্থানীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্যকর আবাসন, খাবার ও নির্মল বিনোদনের ব্যবস্থা উৎসাহিত করা হবে।

 দেশি, বিদেশি ও প্রবাসী বাংলাদেশি উদ্যোক্তাগণকে আকৃষ্ট করে পর্যটন খাতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৩৪। খেলাধুলা :

গত বিশ্বকাপ ফুটবল এবং অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ তেমন সফলতা অর্জন করতে পারেনি। বিভিন্ন ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের সাফল্য আশানুরূপ হয়নি। এই রূঢ় বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে আগামী ২০২০ সালের মধ্যে যেন স্পোর্টের কয়েকটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মোটামুটি একটা গ্রহণযোগ্য স্থান করে নিতে পারে অথবা অন্ততপক্ষে আঞ্চলিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে, সেই লক্ষ্যে বিএনপি নির্বাচিত হলে–

 দেশের সুবিধাজনক স্থানে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর তিনটি স্পোর্টস একাডেমি প্রতিষ্ঠা করবে। এটা করার জন্য জাতীয় ফেডারেশন ও বোর্ডের এবং তাদের এশিয়ান ও বিশ্ব সংস্থার পরামর্শ ও সহযোগিতা নেয়া হবে।

 মাল্টি গেমস ইভেন্ট যেমন: সাউথ এশিয়ান গেমস, এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ গেমস এবং অলিম্পিক গেমসে সম্মানজনক অংশগ্রহণের লক্ষ্যে রাজধানীর কাছে বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন, অলিম্পিক কাউন্সিল অফ এশিয়া ও আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির টেকনিক্যাল সহায়তায় একটি আধুনিক জাতীয় অলিম্পিক একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হবে। সাফল্য সম্ভাবনাময় ইভেন্ট রূপে চিহ্নিত স্পোর্টের স্টাররা এখানে বছরজুড়ে ইনটেনসিভ ট্রেনিং দেবেন।

 মিরপুরের সুইমিং কমপ্লেক্স ও গুলশানের শুটিং কমপ্লেক্সে আন্তর্জাতিক মানের ট্রেনিং সেন্টারে উন্নীত করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

 স্কুল পর্যায়ে স্পোর্টস সরঞ্জাম সুলভ করার ব্যবস্থা করা হবে এবং সেখানে যাতে নিয়মিত ক্রীড়াচর্চা হয় তার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

 স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে ক্রীড়াবিদদের ভর্তির কোটার অপব্যবহার বন্ধ করা হবে এবং প্রকৃত ও প্রমাণিত সফল ক্রীড়াবিদদের ভর্তির পথ সুগম করা হবে।

 দেশে দাবার গ্র্যান্ডমাস্টার ও আন্তর্জাতিক মাস্টারের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেধাবী দাবা খেলোয়াড়দের নিকটবর্তী দেশগুলোর রেটিং দাবায় অংশ নিতে আর্থিক সহযোগিতা ও প্রযুক্তিগত (যেমন ল্যাপটপ কম্পিউটার) সহায়তা দেয়া হবে। দেশের শীর্ষ দাবা ক্লাবগুলোকে দেশময় তাদের শাখা বিস্তারে সহায়তা দেয়া হবে।

৩৫। বিশেষজ্ঞ পরামর্শ গ্রহণ :

নির্বাচিত বিএনপি জনগণের কল্যাণ ও দেশের উন্নয়নে সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত গ্রহণে দেশে কিংবা বিদেশে অবস্থানরত অভিজ্ঞ বাংলাদেশি বিশেষজ্ঞগণের মতামত ও পরামর্শ নেয়ার লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, বিদ্যুৎ, খনিজসম্পদ, পানিসম্পদ, আইন ও বিচার, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, স্থানীয় সরকার, নারী উন্নয়ন, শিশুকল্যাণ, যোগাযোগ ও গণপরিবহন, পরিবেশ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, গণমাধ্যম, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি, মানবসম্পদ, কর্মসংস্থান, শ্রমকল্যাণ, সমবায়, মানবাধিকার, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ও সন্ত্রাস দমনসহ বিভিন্ন বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে কমিটি গঠন করবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে গঠিত এসব কমিটিকে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা দেয়া হবে এবং তাদের মতামত ও পরামর্শের যথাযথ মূল্যায়ন করা হবে।

৩৬। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকী এবং বিপ্লব ও সংহতি দিবসের ছুটি :

ক) মহান স্বাধীনতার ঘোষক বহুদলীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তক নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দায়িত্ব পালনকালে ৩০ মে ১৯৮১ শাহাদাৎ বরণ করেন। ৩০ মে জাতীয় শোক দিবস ও সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করা হবে।

খ) ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর সিপাহী জনতার জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের ছুটি পুনর্বহাল করা হবে।

উপসংহার

এই ইশতেহারে বর্ণিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণ বিএনপিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে নির্বাচিত করলে ইনশাল্লাহ বাংলাদেশের জনগণ শিক্ষিত, আত্মনির্ভরশীল ও

দক্ষ সমাজে পরিণত হবে। সমগ্র পল্লী অঞ্চল রূপান্তরিত হবে সমৃদ্ধ জনপদে। দেশে একটি সক্ষম ও কর্মোদ্যোগী বেসরকারি খাত সৃষ্টি হবে। ব্যক্তি উদ্যোগ ও সমবায় রাষ্ট্রীয় সহায়তা পাবে। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, মেধা, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও সততা পাবে যথাযথ মূল্যায়ন।

দেশবাসী সন্ত্রাস ও দারিদ্র্যর করাল ছায়া থেকে মুক্ত হয়ে জীবনযাত্রায় একটি উন্নত মানে পৌঁছাবে। বেকারত্বের হার বিশেষভাবে হ্রাস পাবে এবং দেশের শ্রমশক্তির এক উল্লেখযোগ্য অংশ বিদেশে কর্মে নিয়োজিত থাকবে। সর্বোপরি এদেশের শাশ্বত মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের মধ্যেই একটি প্রগতিশীল সংস্কৃতি গড়ে উঠবে। বিশেষত মহিলা, শিশু ও দুস্থ জনসাধারণের জন্য সুযোগ-সুবিধার দ্বার অবারিত হয়ে একটি স্বনির্ভর, গণতান্ত্রিক ও অগ্রসরমাণ সমাজ প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হবে। আমাদের সন্তানরা পাবে নিশ্চিন্তে বেড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ।

আমরা চাই একটি সন্ত্রাসমুক্ত শান্তিপূর্ণ সমাজ। দুর্নীতির রাহুগ্রাসমুক্ত একটি স্বনির্ভর, সুখী, আধুনিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলাই আমাদের অঙ্গীকার। আমাদের এই অঙ্গীকার পূরণে আমরা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র দেশবাসীর দোয়া এবং সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা কামনা করি।

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিতে সন্ত্রাসমুক্ত জীবনযাপন করতে, দুর্নীতিমুক্ত, স্বজনপ্রীতিহীন সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার সংগ্রামে মর্যাদার সাথে অংশগ্রহণ করতে এবং নিজ নিজ ধর্ম-কর্ম নির্ভয়ে পালন করতে আগামী নির্বাচনে আমরা সমগ্র দেশবাসীকে আমাদের সাথী হিসেবে পাবো বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

সাম্প্রতিককালে জাতিকে যে অন্ধকারে নিপতিত করা হয়েছে, তা থেকে উত্তরণের পথ আমাদের অবশ্যই খুঁজে পেতে হবে। তবে সে জন্য আমাদের নিজেদেরই সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। মহান বিজয়ের মাসে অনুষ্ঠিতব্য আসন্ন নির্বাচন আমাদের জন্য সেই অপার সম্ভাবনা বাস্তবায়নের সুযোগ নিয়ে এসেছে। লাখো শহীদের মহান আত্মত্যাগের ফসল আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমির জনগণ সিদ্ধান্ত নিতে কখনো ভুল করেনি। এবারও নির্বাচনে তারা সঠিক রায় দিয়ে আমাদেরকে দেশের এবং দেশবাসীর জন্য শান্তি, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার দায়িত্ব দেবেন বলে আশা করি।

ডিসেম্বর আমাদের বিজয়ের মাস। এই বিজয়ের মাসে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে আসন্ন নির্বাচনে দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী শক্তির প্রতীক চারদলীয় জোটকে বিজয়ী করে আসুন আমরা দেশ বাঁচাই-মানুষ বাঁচাই।
সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা আমাদের দেশ ও জাতির মঙ্গল সাধনের তৌফিক দিন।

আল্লাহ হাফেজ
বাংলাদেশ জিন্দাবাদ
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল জিন্দাবাদ